প্রথম আলো

তারিখ ... JUN. 26.2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ... ১

ক্লাস বর্জন ও অনশন চলছে, কাল আত্মাহুতি দেবেন ১৫ শিক্ষক

হারিছ চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠক ফলপ্রসূ হয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

শিক্ষকদের আন্দোলনে দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ এবং মাদ্রাসায় অস্থি
ছড়িয়ে পড়েছে। ধর্মঘটের পাশাপাশি আমরণ অনশন শুরু করা প্রাথমিক শিক্ষক নেতাদের স
গতকাল রোববার প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিবের নিষ্ফল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের পর এবার সরকারপন্থী হিসেবে পরিচিত শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট
জুলাই থেকে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসায় তালা ঝোলানোর কর্মসূচি ঘো
করেছে। সরকারবিরোধী হিসেবে পরিচিত বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাশিক্ষকদের
সংগঠন জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট এবং শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদও যুগপৎ কঠোর কর্ম
ঘোষণা করতে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে তারা আজ সোমবার বৈঠকে বসছে।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনশনরত কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষকরা আজ সোমবার বিকেল
পর্যন্ত দাবি পূরণের জন্য সরকারকে চূড়ান্ত সময় বেঁধে

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪ ● ছবি: পৃষ্ঠা

কাল আত্মাহুতি দেবেন ১৫ শিক্ষক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিয়েছেন। অন্যথায় কাল মঙ্গলবার ১৫ জন
শিক্ষক আত্মাহুতি দেবেন। গতকাল শহীদ
মিনারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ
ঘোষণা দেওয়া হয়। সমিতির সভাপতি মো.
রবিবুল আহসান বাবলু এবং মহাসচিব মো.
হাফিজুর রহমান জানান, ইতিমধ্যে আত্মাহুতির
জন্য ১৫ শিক্ষক নাম লিখিয়েছেন।

রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে সরকারি প্রাথমিক
শিক্ষকদের চলমান ধর্মঘটের পাশাপাশি
গতকাল ছিল আমরণ গণঅনশনের দ্বিতীয় দিন।
সমিতির ১৪ জন নেতা গতকালই প্রধানমন্ত্রীর
কার্যালয়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব
হারিছ চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠক করেন। সমিতির
সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ *প্রথম
আলোকে* জানান, রাজনৈতিক সচিব সরকারের
আর্থিক বিষয়টি মাথায় রেখে সময় চেয়েছেন।
কিন্তু শিক্ষক আন্দোলন যে পর্যায়ে গেছে, তাতে
স্পষ্ট ঘোষণা ছাড়া শিক্ষকদের মুক্তাঙ্গন থেকে
উঠানো সম্ভব নয়। বৈঠকে অংশ নেন সমিতির
সাধারণ সম্পাদক আ কা ফজলুল হক, এস এম
আলতাফ হোসেন, মনোয়ারা বেগম, মো.
সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ।

মুক্তাঙ্গনে অনশনে অংশ নেওয়া শত শত
প্রাথমিক শিক্ষক দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। পুরানা
পল্টন মোড় থেকে জিপিওর মোড় পর্যন্ত
যানচলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দুই পাশে
কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে
নিরাপত্তা বেষ্টনী। প্রচণ্ড গরমে বেশ কয়েকজন
শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ইতিমধ্যে
রাজবাড়ীর শিক্ষক নিরুপম চৌধুরীকে
হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে শিক্ষক-
কর্মচারী ঐক্যজোট ৬ জুলাই থেকে অবিরাম
ধর্মঘট শুরু করবে। দুপুরে ঐক্যজোটের প্রধান
সমন্বয়কারী মো. সেলিম ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে
মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে এ কর্মসূচি
ঘোষণা করা হয়। এখান থেকে শিক্ষকদের
একটি মিছিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে
রওনা হলে বিজয়নগর মোড়ে পুলিশ বাধা দেয়।
পরে ঐক্যজোটের ১৪ জন নেতা প্রধানমন্ত্রীর
কার্যালয়ে গিয়ে রাজনৈতিক সচিব হারিছ
চৌধুরীর কাছে স্মারকলিপি দেন।

জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকে
১০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধিসহ অন্যান্য দাবি
জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট গতকাল দিন
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনশন কর্মসূচি পা
করে। কর্মসূচি থেকে ২৯ জুনের মধ্যে দাবি
মানলে ধিক্কার কর্মসূচি পালন এবং তাতেও ক
না হলে অবিরাম ধর্মঘট শুরুর ঘোষণা দে
হয়।

অনশনকারীদের প্রতি সংহতি জানা
গতকাল শহীদ মিনারে যান আওয়ামী লী
শিক্ষা ও মানবসম্পদবিষয়ক সম্পাদক নূ
ইসলাম নাহিদ, ওয়ার্কার্স পার্টির সভা
রাশেদ খান মেনন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শি
নেতা অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধ
সম্পাদক অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জাম
চৌধুরী খালেকুজ্জামান, শিরিন আখতার প্র
ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফা
আহমেদ বলেন, শিক্ষকদের রাজপথে না
বাধ্য করে সরকার নিজেই ক্ষমতার ভিত দু
করে ফেলেছে।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির আহ
গতকাল সরকারি কলেজের শিক্ষকরা
বর্জন কর্মসূচি পালন করেন। সমিতির মহাস
মো. মাসুমে রব্বানী খান বলেন, আত্তী
বিধিমালা পরিবর্তন না করাসহ অন্যান্য
আদায়ে ১০ জুলাই শিক্ষা ভবন চত্বরে শি
মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভা
মনজুরুল আহসান খান ও ভারপ্রাপ্ত সা
সম্পাদক সৈয়দ আবু জাফর আহমদ
বিবৃতিতে শিক্ষকদের দাবি পূরণ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে অ
দাবি জানিয়েছেন।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শিক্ষকদের যৌ
দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে গত
মিছিল ও সমাবেশ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যা
মধুর ক্যান্টিন থেকে শুরু হওয়া মিছিল কে
শহীদ মিনারে গিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে
হয়।

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বা
বাংলাদেশ শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলন স
ফোরাম, জাতীয় শ্রমিক লীগ, জাতীয়
কাউন্সিলসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা শি
আন্দোলনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করেছেন